



21241 - ওযুতবে বসিমল্লিলাহ বলার বধিান

প্রশ্ন

ওযুতবে বসিমল্লিলাহ বলার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লিলাহ।

ওযুতবে বসিমল্লিলাহ বলার বধিান নিয়ে আলমেরা মতভদে করছেন।

ইমাম আহমাদ বসিমল্লিলাহ পড়া ওয়াজবি হওয়ার মত পোষণ করছেন। তিনি দলীল দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে একটা হাদীস দিয়ে, যখনে নবীজী বলছেন: “যে ব্যক্তি ওযুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তার ওযু নহে।” [হাদীসটি তিরমযী (২৫) বর্ণনা করছেন এবং শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমযীতে হাসান বলছেন] দেখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫)

পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলমে তথা ইমাম আবু হানীফা, মালকে, শাফয়ী ও ইমাম আহমদ থেকে অপর একটা বর্ণনা অনুযায়ী বসিমল্লিলাহ বলা ওযুর অন্যতম একটা সুনত; এটা ওয়াজবি না।

বসিমল্লিলাহ পড়া ওয়াজবি না হওয়ার পক্ষে তারা কিছু দলীল দিয়েছেন, যথা:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে ওযু শখোনোর সময় বলেন: “আল্লাহ যভাবে তোমাকে আদেশে দিয়েছেন সভাবে ওযু করো।” [হাদীসটি তিরমযী (৩০২) বর্ণনা করছেন আর শাইখ আলবানী তার সহীহুত তিরমযীতে (২৪৭) সহীহ বলছেন]। এর মাধ্যমে নবীজী ইঙ্গিত দিয়েছেন আল্লাহর বাণীর দকি: “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযেরে জন্য উঠবে (উদ্যোগী হবে) তখন মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোবে, মাথা মুছবে এবং গাউলরি উপররে গাঁট পর্যন্ত পা ধোবে।” [সূরা মায়দো: ৬] আল্লাহর আদেশেরে মাঝে বসিমল্লিলাহ পড়ার কথা নহে। দেখুন: নববীর ‘আল-মাজমূ’ (১/৩৪৬)।

আবু দাউদ (৮৫৬) এই হাদীসটি আরো বেশি পরপূর্ণ ভাষ্যে বর্ণনা করছেন। সটো থেকে আরো স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওযুতবে বসিমল্লিলাহ পড়া আবশ্যিক না।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু না



করলে তেঁমাদরে কারো সালাত সম্পন্ন হবে না ঠিকি যভোবে মহান আল্লাহ নরিদশে দয়িছেনে; তথা ব্যক্তিতার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, মাথা মাসহে করবে এবং উভয় পা গোড়ালিসিহ ধুবে। ...” হাদীসটি।

উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিমল্লাহ পড়ার কথা বলনেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় এটা পড়া ওয়াজবি নয়। দেখুন: বাইহাকীর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (১/৪৪)।

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে ওয়ুর ববিরণ যারা দয়িছেনে তাদরে অনকে বসিমল্লাহ উল্লেখ করনেন। যদি এটা ওয়াজবি হত তাহলে উল্লেখ করা হত। দেখুন: আশ-শারহুল মুমতী (১/১৩০)।

এই মতটী আল-খরিকী ও ইবনে কুদামার মতো অনকে হাম্বলী বছে নয়িছেনে।

দেখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫) ও আল-ইনসাফ (১/১২৮)।

বর্তমান সময়েরে আলমেদরে মধ্য থেকে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এই মত বছে নয়িছেনে।

দেখুন: ফাতাওয়াশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম (২/৩৯) ও আশ-শারহুল মুমতী (১/১৩০, ৩০০)।

যারা বসিমল্লাহ বলা ওয়াজবি মনে করনে তারা য়ে হাদীসটি দয়ি়ে দলীল পশে করনে সটোর বপি়ীতে এই মতাবলম্বীরা দুটো জবাব পশে করনে:

এক: হাদীসটি দুর্বল।

একদল আলমে এটাকে দুর্বল বলছেনে। তন্মধ্যে রয়িছেনে ইমাম আহমাদ, বাইহাকী, নববী ও বায্য়ার।

ইমাম আহমাদকে ওয়ুতে বসিমল্লাহ পড়ার বধিান জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলনে: “এ ব্যাপারে কোনো হাদীস প্রমাণিত না।

আমি এ প্রসঙ্গে এমন কোনো হাদীস জানি না যটোর সনদ ভালো।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (১/১৪৫)]

দেখুন: আস-সুনানুল কুবরা (১/৪৩), আল-মাজমু (১/৩৪৩) ও তালখীসুল হাবীর (১/৭২)।

দুই: হাদীসটি সহীহ হলে “তার ওয়ু নহে” এ কথার অর্থ হবে ‘তার ওয়ু কামলে নয়’। ‘তার ওয়ু সহীহ নয়’ এটি এ কথার অর্থ নয়।

দেখুন: আল-মাজমু (১/৩৪৭) ও আল-মুগনী (১/১৪৬)।



সুতরাং হাদীসটা সহীহ হলেও সঠিক প্রমাণ করবে যে বসিমল্লাহ পড়া মুস্তাহাব; সঠিক প্রমাণ করবে না যে, বসিমল্লাহ পড়া ওয়াজবি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কোন মুসলিম যদি বসিমল্লাহ না পড়ে ওয়ু করেন তাহলে তার ওয়ু সঠিক। তবে তিনি এই সুন্নাহ পালনরে নকী থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন। তবে একজন মুসলিমেরে জন্য ওয়ুতে বসিমল্লাহ ত্যাগ না করাই নরিপদ।